Sanatan Dharma

উপদেশ -- 02-03-2023

কোনো ঈশ্বর কোটিকে সিদ্ধ পুরুষ এর কাছ থেকে প্রকৃত সাধন মুখী দীক্ষা নিতে গেলে নিম্নমুখী চারটি যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। যথা :
১.যার মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মীস্থিতি। অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল, খারাপ-ভালো, সুস্থ - অসুস্থ, সুখ - দুঃখ বা যেকোনো পরিস্থিতিতে এই মূল লক্ষ্য চ্যুত হন না, তাকে স্থির লক্ষ্য বলে। যিনি এরকম নিজের জীবনের এই ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মীস্থিতি লক্ষ্যকে স্থির করতে সমর্থ হয়েছে এটি তার প্রথম যোগ্যতা।
২. নিজের সাংসারিক স্বার্থের চেয়েও অন্য জীবাত্মা বা অন্য ব্যাক্তির কল্যান চিন্তা করা। অর্থাৎ যার অন্তরে সর্বদা লোকের প্রকৃত ঈশ্বর লাভ, মুক্তি লাভ, আত্মজ্ঞান লাভ নিয়ে সতত চিন্তা থাকে। সেইরকম ব্যাক্তিত্বকে লোক কল্যাণকারী ব্যাক্তিত্ব বলা হয় । ইহাই দ্বিতীয় যোগ্যতা।
৩. যিনি সদা সর্বদা প্রতিক্ষনে নিজের মন - চরিত্র - বুদ্ধি - বাক্য - শারীরিক আচরণকে নিত্য - অনিত্য বিবেক বিচারের দ্বারা যম নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম পথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইহাই তৃতীয় যোগ্যতা।
৪. গুরুর উপর নির্ভরশীল, গুরুভক্তি যুক্ত এবং গুরু সেবা পরায়ণ। ইহাই চতুর্থ যোগ্যতা।

Published on: Mar, 03 2023 09:06

উপরোক্ত এই চার প্রকার ব্যাক্তিত্ব যিনি মন - বুদ্ধি - বিচার - শরীর ও চরিত্রে যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি একমাত্র ঈশ্বর কোটিকি সদ্ধি পুরুষে সুযোগ্য বা সমর্থ সৎ শিষ্য হবার যোগ্যতা লাভ করে।

তাই যদি কেউ বাস্তবিকি জীবনে এই উপরোক্ত চারটি যোগ্যতা, বেদান্ত শিক্ষা এবং আচরণের দ্বারা নিজের ব্যাক্তিত্বকে সমর্থবান করতে পারে, তিনি অবশ্যই ঈশ্বর কোটিকি মহাপুরুষের নিকট হইতে পরম বিদ্যা প্রাপ্তির অবশ্যই যোগ্যতা লাভ করে।

****

84 লক্ষ যোনী নির্ণয়

1. 1 লক্ষ বার সূক্ষ জীবাণু রূপে জন্ম হয়।
2. 10 লক্ষ বার কৃমি, কীট, কেঁচো, কেন্নো অনেক রকম পোকা মাকড় রূপে জন্ম হয়।
3. 20 লক্ষ বার নানা বৃক্ষ রূপে জন্ম হয়।
4. 9 লক্ষ বার জলজ বিভিন্ন প্রাণী রূপে জন্ম হয়।
5. 30 লক্ষ বার বিভিন্ন রকম পশু কুলে জন্ম হয়।
6. 10 লক্ষ বার নানাবিদ পক্ষী যোনী রূপে জন্ম হয়।
7. 4 লক্ষ বার গাভী এবং ক্রমান্বয়ে উন্নত বানর যোনী ও আদমি মানুষ প্রাপ্ত হয়।

এই মোট 84 লক্ষ জীবনযাত্রা করার পর দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্য জন্মে 10 লক্ষ বৎসর প্রাকৃতিক বিবর্তনের পর কোনো মনুষ্য কদাপি ধর্ম পথে যাত্রা শুরু করে এবং পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 10 লক্ষ মনুষ্য শরীরে প্রাকৃতিক বিবর্তনের পর তবেই কেউ বেদান্ত আলোচনা বা ধর্ম পথে চলিতে সমর্থ হয়।

****

ব্রহ্মবিদ্যা কি ?

- যে বিদ্যার সাধনায় আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সেই বিদ্যা কে ব্রহ্ম বিদ্যা বলে হয়।

ব্রহ্ম বিদ্যা অতীব গুহ্য এবং গুরু মুখী বিদ্যা। ইহা বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, গীতা, পুরান কোনো শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ হয় না। ইহা একমাত্রই সৎ শিষ্য যোগ্যতা অর্জনের দ্বারা ভগবানের আদেশে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য কোনো উপায়ে ইহা লাভ করা যায় না।

****

সৎ শিষ্য কাকে বলে ?

- যার জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, যিনি লোক কল্যাণকর কর্ম ও চিন্তায় যুক্ত থাকেন, যিনি নিত্য - অনিত্য বিচারের দ্বারা যম নিয়ম রূপি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং যিনি গুরু ভক্ত, গুরু সেবা পরায়ন এবং গুরুর ওপর নির্ভরশীল এবং গুরুর আদেশে মান্যকারী শিষ্য কে সৎ শিষ্য বলে।

****

সদ্গুরু কাকে বলে ?

- যিনি আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বেদের জ্ঞান

Published on: Mar, 03 2023 09:06

কান্ড অনুসারে 'ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণ'
অবস্থায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন তিনি সদ্গুরু ।
****
****

ব্রত কাকে বলে ?

উত্তর:-

যে কর্ম বা ক্রিয়া এর ফলে একাগ্রশক্তি, সম্পূর্ণতারশক্তি, নির্জরারশক্তি, সাধন শক্তি, মনো শক্তি, ধৈর্য্যশক্তি, সহ্যশক্তি, মনেন শক্তি, বুদ্ধি-বিবেক দীপ্তমান হয় তাকেই ব্রত বলে l

শাস্ত্রে বহু প্রকার ব্রতের কথা লেখা আছে , তারমধ্যে সিদ্ধি অনুসারে
কর্মকান্ডের (কামনা পূরণের)
জন্যে :-" সকাম ব্রত"
আর জ্ঞান কাণ্ডের (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা মোক্ষের) জন্যে :-" নিষ্কাম ব্রত"
এই " নিষ্কাম ব্রত" বা " সকাম ব্রত" এর দুটো ভাগ আছে :-

1. খণ্ডিত ব্রত (যাহা সম্পূর্ণ করা যাই নি, যে কোনো কারণেই ভঙ্গ বা বিঘ্ন হয়েছে -পূর্ণ হয় নি)
2. অখণ্ড ব্রত (যতই বাধা আসুক বা হাজার বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রত সম্পূর্ণ করা হয়েছে)

যে কোনো ক্ষেত্রেই "খণ্ডিত ব্রত " অশুভ ফলদাতা হয় আর "অখণ্ড ব্রত" সিদ্ধিদাদা হয় l
তাই এখানে আমরা "খণ্ডিত ব্রত " নিয়ে আলোচনা করবো না -কারণ ওটা অসুম্পূর্ণ , তাই এখানে আমরা শুধু সকাম বা নিষ্কাম ভেদে "অখণ্ড ব্রত" নিয়েই আলোচনা করবো l

.ব্রত কত প্রকার কি কি ?

উত্তর:-

" সকাম ব্রত":- আমাদের নিজেদের ইহ জীবনের নানা সমস্যা এর সমাধানের জন্যে শাস্ত্রে কর্মকান্ডের অন্তরাগত বহু ব্রতের বিধান আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নিয়ম করে করলে অবশই সেই কামনা পূর্তি বা সমস্যা সমাধান হয় l
যেমন :- দূর্গা ব্রত, কালী ব্রত , বিপদতারিনী ব্রত , ধর্মরাজ ব্রত , সন্তোষীমাতা ব্রত , শিবচতুর্দশী ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারের ব্রত আছে l
" নিষ্কাম ব্রত":- আমাদের নিজেদের মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের পথের সাধন জীবনের নানা সমস্যা এর সমাধানের জন্যে শাস্ত্রে জ্ঞানকান্ডের অন্তরগত বহু ব্রতের বিধান আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নিয়ম করে করলে অবশই সেই মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের পথের সাধন জীবনের নানা সমস্যা এর অবশ্যই সমাধান হয় l যেমন:- পক্ষা ব্রত , চন্দ্রায়ণ ব্রত , পক্ষী ব্রত , মাধুকরী ব্রত , আসন ব্রত , জপ ব্রত , পুনশ্চরণ ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারের ব্রত আছে l
তবে " সকাম ব্রত" এর শিক্ষা আমাদের সমাজ সংসারের বহুজনের কাছ থেকেই পাওয়া যায় কিন্তু "নিষ্কাম ব্রত" এর শিক্ষা একমাত্র শাস্ত্র ও গুরুমুখী l
****
****

গুরু নিন্দা মহাপাপ

শাস্ত্রের কথা :-

1."গুরুনিন্দা মহাপাপম, গুরুনিন্দা মহাভয়., গুরুনিন্দা মহাদুঃখ, তস্য পাতকম ন

পরম".... স্কন্দপুরাণে
অনুবাদ:- গুরুনিন্দা মহাপাপ,গুরুনিন্দা বড় ভয়,গুরুনিন্দা বড় দুঃখ, এর চেয়ে বড় পাপ আর নেই।
2. নিন্দাংগুরু শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা
ততো নাপৈতি যঃ সো পি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ ॥ ....শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৪/১৭)
অনুবাদ:-" গুরুর নিন্দা শোনা মাত্রই কেউ যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহলে তিনি সাধনমার্গ থেকে অধঃপতিত হন।"
3. কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ যদকল্প ঈশে ধর্মাবিত্যশ্রণিভির্নিভিরস্যমানে ।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধৰ্মঃ ॥

......শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৭৪/৪০)
অনুবাদ:-" যদি কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে গুরুর বা ধর্মের / ঈশ্বর এবং ভগবানের ভক্তের নিন্দা করতে শোনা যায়, তাহলে যে কোন ব্যক্তির কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত এবং পৃথিবী উলট-পালট হলেও কখনো সেই নিন্দুকের মুখ দর্শন করা উচিত নয়
****
শিষ্যের আচরণ
প্রশ্ন:- বেদান্ত শাস্ত্র মতে শিষ্যের কায়-মন-বাক্যে গুরুর প্রতি কী রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?
উঃ- বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে গুরুর প্রতি শিষ্যের কায় - মন - বাক্যে কমপক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক - কারণ প্রত্যেকেরেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাস্ত্র মর্যাদা মেনে চলা উচিত । যথা :-
(১) গুরুর নিকটে কখনো খালি হাতে যাওয়া নিষিদ্ধ।কমপক্ষে একটি ফুল নিয়ে প্রণাম করা উচিত।
খালি হাতে প্রণাম করা উচিত না এবংযাওয়াও উচিত নয় ।
(২) অপরিগ্রহ পালনকারী গুরুর নিকটে অর্থ দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয় ।
(৩) গুরুর চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিত নিষিদ্ধ , মাথা নত করিয়া বিনম্র ভাবে গুরুর হইতে নিচু আসনে বসিয়া কথা বলা উচিত।
(৪) গুরুর সোজাসুজি বা মুখোমুখি বিসা উচিত নয়। উভয়পাশের মধ্যে কোনো এক পাশে বিনম্র ভাবে অবস্থান করা উচিত।
(৫) গুরুর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়।
(৬) গুরুর সামনে শারীরিক - মানসিক - বাক্যের বল দেখোনো উচিত নয়।
(৭) গুরুর সমতুল্য আসনে বসা উচিত নয়।
(৮) গুরুর সম্মুখে জড়ো- জগতের কামনা - বাসনার কথা বলা উচিত নয়।
(৯) গুরুর সম্মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর বিনম্র অনুমতি নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা উচিত।
(১০) গুরুর চরণে কখনো তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয়।
(১১) কখনো কোনো পরিস্থিতিতে গুরুর সাথে তর্ক করা উচিত নয়।
(১২) দীক্ষা বা পূজা পার্বনে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। সেই দক্ষিণা হলো ফুল এবং হরিতকী।
(১৩) গুরুর অনুমতি ব্যাতিত গুরুকে এবং গুরুর পরিবার কে অন্ন - বস্ত্র - অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ।
(১৪) গুরুর সেবা বা অন্য কিছু করিতে হলেও গুরুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ।
(১৫) গুরুকে সর্বদা গুরুদেবে বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।
(১৬) গুরুর কাছে কখনো ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।
(১৭) গুরুর কাছে একমাত্র আদেশে - করুণা - কৃপা - পথপ্রদর্শক এবং গুরুর প্রসাদ ইহা

ব্যাতিত কোনো প্রকার জড় বস্তুর কোনো কামনা বা চাওয়া নিষিদ্ধ।
(১৮) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদি কোনো জড় বস্তু আদেশ দিয়া প্রদান করেন তবেই গুরুর আদেশ পালনার্থে সেই বস্তু বিনম্র ভাবগ্রহণ করা উচিত।
(১৯) গুরুর নিমিত্তে যেকোনো কর্ম গুরুর অনুমতি ব্যাতিত করা উচিত নয়।
(২০) গুরুর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পত্রের মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমে গুরুর অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।
(২১) গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও সেটি অত্যন্ত বিনম্র ভাবে চাওয়া উচিত।
(২২) গুরুর আদেশ সমাপ্ত হওয়া মাত্র বিনা প্রশ্নে, বিনা সময়ের অপব্যয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদেশ টি পূর্ণ রূপে পালন করা উচিত।
(২৩) গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।
(২৪) গুরুর সামনে অর্থ - রূপ - বহির্জগতের কোনো পদ গুন্ - অহংকার দেখানো উচিত নয়।
(২৫) নিজের কর্মের অথবা নিজের গুনের প্রশংসা নিজমুখে গুরুর সামনে কখনো বলা উচিত নয়।
(২৬) গুরুর সামনে অতি উচ্চস্বরে হাসা নিষিদ্ধ।
(২৭) গুরু যদি কাওকে দান করতে আদেশ করেন সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সামনে কৃপণতা বা যুক্তি দেখানো উচিত নয়।
(২৮) গুরু যদি কোনো জায়গা যেতে আদেশ করেন বিনা তর্কে সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করা আবশ্যক।
(২৯) গুরুর বাহ্যিক পোশাক - পরিচ্ছদ, গুরুর আচার - আচরণ, গুরুর আহার -নিদ্রা, গুরুর কর্ম , গুরুর বাক্য - ব্যবহার কখনো শিষ্যের বিচার করা উচিত নয়।
(৩০) গুরুর প্রতি সন্দেহে সেকেন্ডের জন্যেও করা কখনোই উচিত নয়।
(৩১) গুরুর উপর কোনো কারণে অভিমান - ক্রোধ -বিরক্ত বা বিরত হওয়া কখনো উচিত নয়।
(৩২) গুরু ব্যাক্তি বিশেষ হলেও গুরুর আত্মস্বরূপকে পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।
(৩৩) গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য জ্ঞান করা উচিত।
(৩৪) গুরুর প্রতি হিংসা, পরশ্রীকাতর করা নিষিদ্ধ।
(৩৫) গুরুর সামনে কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে অসত্য বচন বলবে না।
(৩৬) গুরু নিন্দা করা উচিত নয়।
(৩৭) গুরু নিন্দার স্থান ত্যাগ করিবে এবং গুরু নিন্দাকারী বাক্তিকেও ত্যাগ করা উচিত।
(৩৮) সব ভুল ক্ষমা যোগ্য হলেও গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তির অপরাধ ক্ষমা যোগ্য নয়।
(৩৯) গুরুর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা , ভক্তি , নিষ্কামপ্রীতি , শালীনতা , বিনম্রতা সর্বদা থাকা উচিত।
(৪০) যদি নিজের রূঢ় স্বভাব থাকে তাহা কোনো কারণেই গুরুর সামনে প্রদর্শন করা উচিত নয়।
(৪১) গুরুকে কখনও পাপ পথের উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া কোনো দ্রব্য কখনও প্রদান করা উচিত নয়।
(৪২) গুরুর কাছের সদা শিক্ষা - জ্ঞান - উপদেশ প্রাপ্তির মনোভাবেই যাওয়া উচিত।
(৪৩) গুরুর সামনে নিজেকে বালকবৎ জ্ঞান করিবে।
(৪৪) গুরুর সামনে জড় -জাগতিক কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা উপদেশ প্রার্থনা করলিেও - গুরু তাঁর নিজের শক্তি বলে জড় -জাগতিক সমস্যার সমাধান করিয়া দিলে ভালো হয় এইরকম চিন্তা ভাবনা আনাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হয়।
ইত্যাদি প্রকারের আরও বহুবিধ আচরণ বিধি শাস্ত্রে আছে। উপরোক্ত বা আরও শাস্ত্রোক্ত আচরণের উপযুক্ত হলে তবেই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচিত।
****

Published on: Mar, 03 2023 09:06

Published on: Mar, 03 2023 09:06